R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ সডাক

মহকুমার সুপ্রাচীন বিদ্যালয় অসহায় অবস্থায় ধুঁকছে

ধুলিয়ান ঃ কাঞ্চনতলা উচ্চ বিদ্যালয় মহকুমার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে রয়েছে মহাযোগী বরদাচরণ ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতি। বর্তমানে এই প্রাচীন বিদ্যালয়টি নানা সমস্যার ভারে, স্থানীয় মানুষের অবহেলায় মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে। এখনও নামের সৌজন্যে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হতে আসে। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এই শিক্ষা নিকেতনে। কিন্তু তার অবস্থিতি এমন এক জঘন্য পরিবেশে যে শিক্ষার প্রতিকুল আবহাওয়া এই নিকেতনটিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। স্থানীয় মানুষের মনে প্রাচীন শিক্ষা নিকেতনটিকে কলুষমুক্ত করার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ভাঙ্গনের তীরে অবস্থিত হওয়ায় পুরাতন শ্রেণী ঘরগুলির অবস্থা শোচনীয়। যে স্কুলে ১২০০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে, সেখানে নাই কোন উপযুক্ত ছাত্রাবাস, এমনকি ল্যাটরিণ ব্যবস্থা। শদেড়েক ছাত্রীর জন্য আছে মাত্র একটি প্রস্রাবাগার তাও নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। স্কুলের চতুঃপার্শ্বে গঙ্গার তীর ধরে দোকানপশারি থাকায় বহু মানুষের আসা যাওয়ার কোলাহলে স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, তদুপরি মানুষজনের প্রাকৃতিক কর্তব্য সম্পাদনে যে দুর্গন্ধ উঠে তাতে শ্রেণী কক্ষে বসে থাকা দায় হয়। বিদ্যালয়ের পাশেই গড়ে উঠেছে শুড়িখানা, পতিতালয়। দিনেরাতে সকল সময়েই সেখানে শোনা যায় অশ্লীল গালাগাল আর চিৎকার। এই আবহাওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ হারিয়ে যায়। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা এসব প্রতিকারের চিন্তাভাবনা করেন বলে মনে হয় না। দূর থেকে দেখলে এটিকে স্কুল মনে হয় না, মনে হয় হট্টমন্দির। প্রায়ই স্কুল সংলগ্ন মাঠে বা পার্শ্ববর্তী খাবারের দোকানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের হয়ে এসে ভীড় করতে দেখা যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয় না। সরকারের তরফ থেকে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বন্যার তাণ্ডবে সহস্রাধিক লোক বিপন্ন, পানীয় জলের হাহাকার

জঙ্গিপুর ঃ রাক্ষুসে পদ্মার করাল গ্রাসে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় এক হাজার লোক বিপন্ন। মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেঁচে আছেন রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের চর-পিরোজপুর, চর-বাজিতপুর, চর-আহমদপুর, চর-খামরা, ডিহিপাড়া এবং চাঁদপুরের বহু মানুষ। সরকারী ভাবে কোনো ত্রাণ সামগ্রী এ পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি, এই অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেসের স্থানীয় এম, এল, এ হাবিবুর রহমান। উদ্ধারকার্য্যে কংগ্রেস ব্যতীত বামফ্রন্টের কোন নেতা দেখা যায়নি। মহিলা মহকুমা শাসক রিনচেন টেম্পো ৬ সেপ্টেম্বর সরজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছেন পদ্মার বিধ্বংসী ভাঙ্গন দেখে। নলকূপগুলি জলের তলায় ডুবে থাকায় পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। অবিলম্বে কোন জরুরী ব্যবস্থা না নিলে পানীয় জলের অভাবে অনেকেই মারা যাবেন।

রোগীর আত্মহত্যা !

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত্রে জঙ্গিপুর হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং-এ আই ডি ওয়ার্ডের জনৈক রোগী গৌর মণ্ডল (৬০) গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। প্রকাশ, গৌড় মণ্ডল দীর্ঘদিন রোগে ভুগছিল। এক সপ্তাহ আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় তার যক্ষ্মা হয়েছে ধরা পড়ে। সেই সংবাদ জানতে পেরে সে এই কাজ করে। ডাক্তারদের সন্দেহ, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় সে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ঋণদানে দলবাজী

মির্জাপুর ঃ রাজ্য সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পানুযায়ী বেকার যুবকদের এককালীন ২৫০০০ টাকা (২৫% ভরতুকী) দেওয়ার কাজে জঙ্গিপুর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ইনটারভিউ চলছে। কিছু বেকারের অভিযোগ, এই ইনটারভিউ প্রহসন ছাড়া কিছু না। সাগরদীঘির একজন বামপন্থী নেতার খেয়ালখুশি মতই নাকি এক্সচেঞ্জ ঋণ মঞ্জুর করছেন। ফলে সাগরদীঘি, গনকর, মির্জাপুর প্রভৃতি তাঁর প্রভাবাধীন অঞ্চলের সি পি এম কর্মী ও সমর্থকরাই ঐ ঋণ পাচ্ছেন। আরো অভিযোগ, এই ঋণদানকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদও মাথাচাড়া দিচ্ছে।

জঙ্গিপুর-লালগোলা সড়কে মৃত্যুর পরোয়ানা

লালগোলা ঃ জঙ্গিপুর-লালগোলা জাতীয় সড়কের অবস্থা এমন এক পর্য্যায়ে পৌঁচেছে যে প্রতি পদক্ষেপেই মৃত্যুর আশঙ্কা। বর্ষায় পথের দুধারের মাটি বসে গিয়ে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল

জনতার বিচার

উপনিষদে একটি গল্প আছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া একবার ঝগড়া শুরু হইয়া গেল। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে লাগিলে শুরু হইল পরীক্ষা। সকলেই নিজের নিজের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল শরীরের বিশেষ ক্ষতি হইল না। তাহা দেখিয়া প্রাণ হাসিতে লাগিল। সে একটু মজা করিবার জন্য শরীর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ মৃত্যুর জ্বালা অনুভব করিল; তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া শরীর ছাড়িয়া না যাইবার জন্য প্রাণের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বর্তমান ভারতবর্ষে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাণ কোটি কোটি নিরক্ষর, বুভুক্ষু, অসহায় জনসাধারণকে ভুলিয়া গিয়া কয়েকজন নেতার ধারণা জন্মাইয়াছে যে, তাঁহারাই সব। তাঁহাদের দলই সব। প্রতি বৎসর বন্যার করাল গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হইতেছেন, বর্ণবিদ্বেষের আগুনে দেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অদূরদর্শী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অশিক্ষার অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, বেকারীর জ্বালায় লক্ষ লক্ষ যুবক পথভ্রষ্ট হইতেছে, লাইসেন্স নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সঙ্কটের দরুণ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছেন, অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি ঝোঁক বাড়িতেছে, শাসনযন্ত্র ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হইয়াছে —আর আমাদের নেতারা পোশাকী আস্ফালন করিয়া নিজের নিজের শক্তি পরীক্ষায় মত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, একদিন যে জনতার রায়ে তাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই জনতার বিচারের সম্মুখীন তাঁহাদিগকে একদিন না একদিন হইতেই হইবে। জনতার বিচার বড় সূক্ষ্ম, নিষ্ঠুর এবং নির্মম।

"...আমার হিয়া যে ভরপুর"

শ্রীকুণালকান্তি দে

[সম্প্রতি পরলোকগত কবি-সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ বড়ালের ৭৮তম জন্মদিন গত ২২ ভাদ্র তাঁর বাসভবনে পালন করা হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। —সম্পাদক]

অতি সম্প্রতি এই শহরের সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে এক শূন্যতা দেখা দিয়েছে। রিক্ত বা নিঃস্ব না হলেও একটা স্রোত কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। জনপদের সংস্কৃতিপ্রেমী ও অনুরাগীবৃন্দ স্বীকার করবেন, সত্যেন্দ্রনাথ বড়ালের মহাপ্রয়াণ, তা সে যত পরিণত বয়সেই হোক না কেন—নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ঘটনা।

মফঃস্বল শহরের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীবড়াল বিগত পাঁচ দশক ধরে ছিলেন এক বিশিষ্ট ও বিরল ব্যক্তিত্ব। একজন জাত কবি। তাঁর স্থির, ধীর মোলায়েম কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণ আমাদের সাহিত্যপিপাসু মনকে উস্কে দিত। তাঁর প্রসন্ন মুখের আহ্বান ছিল সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ সৃষ্টি করা। সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতা, ক্লান্তি অথবা অভাববোধ তাঁর সৃষ্টির পথে কোনোদিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। চারপাশের পল্লী প্রকৃতি তাঁর সাহিত্যে প্রবেশ করেছে সাবলীলভাবে। জীবনের সুদীর্ঘকাল সাধনার মতো সেবা করেছেন সাহিত্যের। তারই ফসল গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গান প্রভৃতি। পরবর্ত্তীকালে তাঁর অমর সৃষ্টিই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। জঙ্গিপুরের পর্বত প্রমাণ সমস্যা, অভাব যখন এলাকার মানুষদের পর্যুদস্ত করেছে তখনও তিনি এই প্রকৃতির আলো বাতাসে বেঁচে থাকার দায় হিসেবে পল্লীর ঋণ শোধ করতে লিখেছেন, 'জঙ্গিপুর, তোর দয়াতে তোর মায়াতে আমার হিয়া যে ভরপুর।' সদ্য প্রয়াত কবি সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করেননি। করেছেন দরিদ্র মায়ের কোলে। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন সাহিত্য সেবার অনুপ্রেরণা। পিতা প্রমথনাথ বড়ালের কাছ থেকে সতুবাবু জেনেছেন তাঁর জন্ম তারিখ। ১৩১৬ সালের ২১শে ভাদ্র। পিতার লেখা পুস্তক 'আমি কে?' তাঁরই উত্তরাধিকার সূত্রে গোটা জীবনটা কেটেছে সাহিত্য সাধনায়। আদি নিবাস বীরভূমের নারায়ণপুর গ্রামে। লক্ষ্মীর কৃপা ছিল না তাঁর সংসারের উপর। তবু কি করে যেন ১৩১৬ সালে সতুবাবুর হাত দিয়ে প্রথম কবিতা বেরিয়ে এল 'সবিতার চিঠি'। সান্নিধ্য লাভ করলেন দাদাঠাকুরের। আশীর্ব্বাদ অনুপ্রেরণা এই দুইই পেয়ে ধন্য হলেন। কবি জীবনের দারিদ্রকে গোপন না করে অকপটে স্বীকার করে গেছেন আত্মজীবনীতে। "কপালে আছে মায়ের ঋণ দুই সোনার গয়না সম্বল করে রওনা হলো 'সবিতার চিঠি'র কবি কলকাতার উদ্দেশ্যে। রাজার বাড়ীর ভিক্ষের ভাত খেয়ে কাটিয়েছি কলকাতার জীবনে কটা বছর। গরীব হওয়ার জ্বালা অনেক তবে তার আশীর্ব্বাদও যে জোটে না মাঝে মাঝে এমন নয়। এর ফলেই একদিন বসু পরিবারের সঙ্গে নিবিড় হতে পাই। সুভাষচন্দ্রের বৌদি শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া বিভাবতীর সস্নেহ সেই কটি কথা।"

কৈশোরের একটা সময় কেটেছে সখের 'গণপতি সার্কাসে'। ট্রাপিজের খেলায় সার্কাসের ওস্তাদ তাঁকেই বেছে নিতেন। কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়ে সুভাষ বসুর ডাকে বি, পি, সি, সি অফিসে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য। পরাধীনতার গ্লানি এই যুবককেও বিদ্ধ করেছিল। নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছিলেন 'সাইমন কমিশন' বয়কটের বিরুদ্ধে। জীবনের পথে পাড়ি দিয়েছেন বিচিত্রধারায়। দরিদ্র ছিলেন বলেই শ্রীমতী বিভাবতীর চ্যারিটি ফান্ডের কাছ থেকে মাসিক সাত টাকা পেতেন জলপাণি হিসেবে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ১৯২৬ এ। দীর্ঘ ৩৬ বছর জঙ্গিপুর স্কুলে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কাটিয়ে দিলেন। এলাকার ছাত্রদের কাছে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। অভাব ছিল, কিন্তু দারিদ্র গ্রাস করতে পারেনি কোনোদিনও। তাই ছেদ পড়েনি সাহিত্য সাধনায়। দীর্ঘ জীবনে দর্শন পেয়েছেন বহু পুণ্যবানের। তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্মৃতিচারণ "পূর্ণদর্শন" পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী, শরৎচন্দ্রের মতো প্রণম্য ব্যক্তিদের দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছেন। এর অনেক আগে ১৯৫৪ সালে বারোটি গল্পের সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে "অপ্রত্যাশিত।" জীবনের চরম বাস্তববোধ নিয়ে এঁকেছেন গল্প "গর্ভধারিণী" "নুন" "সহমরণ" "অপরাধ"। উল্লেখ করা যেতে পারে "নুন" গল্পটি তাঁর একমাত্র প্রিয় গল্প। নিষ্ঠা আন্তরিকতা দিয়ে লিখেছেন বেশ কয়েকটি নাটকও। সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থও হয়েছে সেগুলি এই এলাকার রঙ্গমঞ্চে। "দেওয়ান কীর্ত্তিদত্ত" "ক্ষুদিরাম" "নেতাজী" এবং প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে "শরৎ পণ্ডিত"।

এপার বাংলা ওপার বাংলার বহু পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে! এরমধ্যে (৩য় পৃষ্ঠায়)

পাঁচ হাজারী দান

দুর্মুখ

টাকা টাকা টাকা.....

টাকা ছাড়া জীবনটাই ফাঁকা। একথা রাজাও বুঝেছেন। রাজার হাতে প্রচুর টাকা। তাঁর ধারণা টাকার জন্যই মান, টাকাটেই সম্মান। অতএব গরীবী হঠাতে চাও, টাকা ছড়াও। দূর করতে বেকারী, ঢালো টাকার ঝুড়ি। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।' সবকোইকো বনাও বেওসাদার। বেকারী ঘুচবে, গরীবী হঠবে। তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব মুছে যাবে। টাকা মন্ত্র জপবে প্রজাকুল। রাজার জয়ধ্বনিতে হবে আকুল। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ছেরে মেরে রাজা জিন্দাবাদ, 'Long live the king' ধ্বনি দেবে সহস্র মুখে, লক্ষ মুখে। গরীব, বেকার তারাও যেমন খুশী হবে—তেমনি খুশী হবে খাজাঞ্চী বাবুরা। 'ধান ঝাড়লেই তুঁষ পড়ে, চাল ঝাড়লে খুদ'। টাকা নাড়াচাড়া করলেই তার কোন না টুকরা, সিকিটা, আধুলিটা খাজাঞ্চী-বাবুদের পকেটে পড়বে? গরীবের কাছে যাহা বায়ান্নো, তাহা বিরাশি। ফালতু পাঁচ হাজারে তিন পেলেও সে খুশী। সাড়ে বারোশোতো মাফ। যা দিন কাল ঐ বা দেয় কে? খাজাঞ্চীবাবুরা যে ফর্ম জোগাড় করে, ডেকে নিয়ে গিয়ে টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন এই তো ঢের! তার আবার গোণাগুণি শোধ দিতে না পারলে রাজা নেবে কি? গরীবের আছে কি? যার হারাবার কিছু নাই, তার পাওয়াটাই লাভ। যাওয়ার ভয় কিছু নাই। তাই খাজাঞ্চী সাহেবের ঘরে ভীড়। রাস্তার লোকগুলো যারা এতদিন হাঁ করে ঘরের ভিতর টি ভি ছবি দেখতে গেলে জানলা বন্ধ হয়েছে, তাদের জন্যই আজ অভ্যর্থনার বৈঠকখানা খোলা রয়েছে। 'এসো এসো ঘরে এসো. বসো ভাই।' মেমসাহেব ডাক দিচ্ছেন গরীব উঁছা পথের মানুষগুলোকে। এই তো লাভ! তার উপর টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেদিচ্ছেন। এরপর চায় কি? তাতে পাঁচ আর তিন? হাতে টাকা এলেই তো সুদিন। কাটবেতো সুখে দুদিন। তাতেই নাচছে সব তাধিন, তাধিন। পকেটে যারা দিচ্ছে, তারাই যে কাঁচি চালাচ্ছে, এতশত ভাবছে কে? জয় খাজাঞ্চী সাহেব, জয় মেমসাহেব, জয় জয় সাহেবের দালালরা। যা দেবে দাও, তাড়াতাড়ি দাও। পূজোর আগে দাও। বৌএর শাড়ী, ছেলেমেয়ের জামাপ্যাণ্ট কিনি, তারপর ভাববো কি করবো, না করবো। গরীবী না হঠুক, কদিন তো ফুটানি ফুটুক। জয় রাজা, ধন্য আমাদের প্রজাবৎসল রাজা। তোমার দয়ায় আমরা দিনেকের জন্য সুখের মুখতো দেখবো। এর চেয়ে বেশী চায় কে?

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ

বিক্রেতা:

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বি দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গি: ১০০, রঘু ২৭

ফরাক্কায় ভাড়াসহ (মাসিক ২১০০) একটি L/H জীপ সত্বর বিক্রয় আছে, যোগাযোগ করুন।

অনিল কর্মকার

(সাইকেলের দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

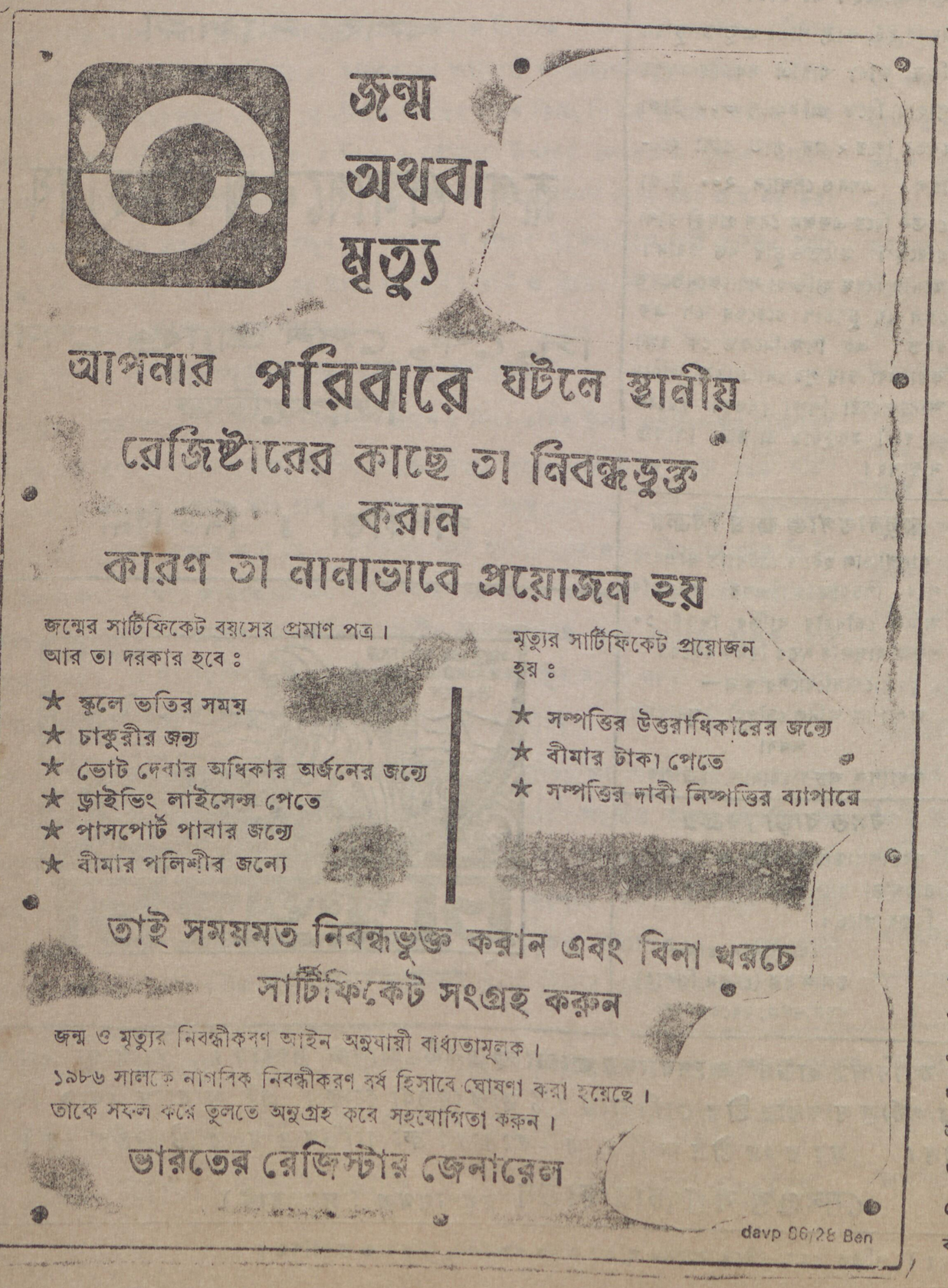

হিয়া যে ভরপুর

(২য় পৃষ্ঠার পর)

'আনন্দবাজার' 'বসুমতী' 'নবযুগ' 'পশ্চিম-বঙ্গ' 'শুকতারা' 'মুর্শিদাবাদ সমাচার' 'জনমত' 'জঙ্গিপুর সংবাদ' 'ক্ষণিকা' 'ঝড়' 'পারাবার' 'সবুজ বাংলা' উল্লেখযোগ্য যৌবনের কিছুটা সময় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। একটি প্রবন্ধ লেখায় রাজরোষেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ সালে মুর্শিদাবাদের সাহিত্য সংসদ বহরমপুর গ্রাণ্টহলে তাঁকে সম্মান জানান। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেস ক্লাব ও জঙ্গিপুর মহকুমা সাহিত্য পরিষদ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান ১৯৮৪ সালে। বিভিন্ন সুধী মানুষদের সাহচর্য তাঁর জীবনের স্মরণীয় ও উজ্জ্বল স্মৃতি। এঁদের মধ্যে প্রথিতযশা সাহিত্যিক জলধর সেন, রসরাজ অমৃত-লাল বসু. সরলাদেবী চৌধুরাণী, বনফুল, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, কবি বিজয়লাল চট্টো-পাধ্যায়, বেদুইন উল্লেখযোগ্য। রচনা করেছেন বিভিন্ন ধরনের সংগীত ও লোক-গীতি। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট গায়কেরা বিভিন্ন মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসিতও হয়েছেন। 'জঙ্গিপুর ও জঙ্গি-পুর, তোর দয়াতে তোর মায়াতে মাগো আমার হিয়া যে ভরপুর' গানটি আজও এই জনপদে ধ্বনিত হয়। একজন আত সাহিত্যিক চলে গেছেন। তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাই। জঙ্গিপুর হারিয়েছে এক-জন প্রাণের মানুষকে। এই শতাব্দীতে সেই শূন্যস্থান পূরণ হবে কিনা মহাকালই বলতে পারেন।

পাট পাহারায় ক্লাব

জঙ্গিপুর শহরের একটি অনপ্রিয় সংস্থা টাউন ক্লাব, সংস্কৃতি চর্চার পরিবর্তে পাট পাহারার ব্যবসা শুরু করেছেন। দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে একটি সরকারী সংস্থা ঐ ক্লাব ঘরটিকে ভাড়া নিয়েছেন। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল এতে ক্ষুব্ধ। ক্লাবের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও স্বাস্থ্যচর্চার পরিবর্তে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার নেপথ্য ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সদস্য জানান—"সাব্বিরকুমার নাইট" অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পূরণের উদ্দেশ্যে ক্লাবের নাট্যমঞ্চকে পাটের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জনৈক শিক্ষাব্রতী ক্ষোভের সঙ্গে জানান—এই ক্লাবে পুরসভা পরিচালনাধীন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ক্লাব কর্তৃপক্ষ বেশী ভাড়া লাভের আশায় স্কুলটিকে উঠিয়ে দিয়েছেন। জনগণের সম্পদকে কিছু সদস্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ব্যবহার করছেন—এটা মেনে নেওয়া যায় না। এ অভিযোগ স্থানীয় মানুষদের।

রোগীর আত্মহত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন—হাসপাতালে ডাক্তার নার্সদের চোখ এড়িয়ে সে আত্মহত্যা করলো কেমন করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন কি ?

মৃত্যুর পরোয়ানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বড় বড় খাদের সৃষ্টি করেছে। ফলে সামনাসামনি দুটি বাস পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না ঘোড়ার গাড়ীগুলিও পথ চলতে ভয় পায়। পথচারী গাড়ীঘোড়াকে পাশ কাটাতে প্রায়ই খাদে পড়ে। তার উপর রাস্তা ঘিরে ধান শুকানো, পাট ছাড়ানো তো আছেই। কিছুদিন পূর্বে তেঘরীর কাছে ট্রাক দুর্ঘটনায় এক কিশোর মারা যায়। বর্ষার আগে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েও কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। কি কারণে কাজটি বন্ধ হল তাও ঐ অঞ্চলের মানুষ জানেন না। এ ব্যাপারে পূর্ত বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

পারাপারের অব্যবস্থায় বিধায়ক ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুরের প্রধান গাড়ি ঘাটের পারাপার ব্যবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। যে কোন সময় নৌকাডুবিও হতে পারে। ইজারাদার এরজন্য দায়ী থাকবেন। ঘাট কর্তৃপক্ষ পুরসভার কোন নিয়মকানুন পর্য্যন্ত মানেন না। এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমান।

অসহায় অবস্থায় ধুঁকছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল গৃহ ভেঙ্গে গঙ্গায় পড়ার পূর্বেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। সংবাদে প্রকাশ, ঠাকুরপাড়ার স্কুল গৃহের নূতন স্থান সংগ্রহ করে সেখানে গৃহ নির্মাণের জন্যে প্রাথমিক ভাবে ৯০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়। কিন্তু কয়েক বছরে সেখানে নাকি মাত্র একটি ঘর নির্মিত হয়েছে। আরো জানা যায় ঐ অর্থের সিংহভাগ টাকা নাকি ঐ ঘরখানি তৈরীতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে। এর কারণ নাকি প্রতিদিনই ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি চুরি। কিন্তু জানা যায় ঐ সব জিনিসপত্র পাহারা দিতে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা বেতন দিয়ে ২ জন গার্ড রাখা হয়েছিল। এখনও সেখানে ২০০ টাকা বেতন দিয়ে একজন নৈশ প্রহরী রাখা হয়েছে। তাতেও চুরি বন্ধ হয়নি। স্থানীয় বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সব জেনেশুনেও কেন যে চুপচাপ রয়েছেন সে এক রহস্য। এই শিক্ষানিকেতকে রক্ষা করা এবং তার পুরানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শিক্ষা বিভাগ করবেন এ দাবী মহকুমার প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের।

রঘুনাথগঞ্জে জমি বিক্রয়

হাসপাতাল হইতে ষ্টেটব্যাঙ্ক যাওয়ার পথে পিচরাস্তার ওপর প্রফেসার অনিল চৌধুরীর বাড়ির নিকট ১০ শতক বাস্তুজমি সত্বর বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগের স্থান—
অধ্যাপক অনিল চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ
অথবা
অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল, মির্জাপুর

বসত বাড়ী বিক্রয়

দরবেশপাড়ায় দু'কাঠা জমির উপর চারখানা বাসোপযোগী ঘরসহ বাড়ী বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ স্থান—
দুলাল দত্ত (রেশন ডিলার)
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

ফোন : ১১৫
দর্শকের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

পূজো উপলক্ষে "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস" আপনাদের জানাচ্ছে একটি আনন্দ সংবাদ। আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় ষ্টীল ফার্ণিচারে ৫% ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগে বেছে নিন আপনার পছন্দ মতো জিনিস। সব রকম ষ্টীল ফার্ণিচারে ১ বৎসরের ফ্রী সার্ভিস ও গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।